ঝিনাইদহে বাল্যবিয়ে বন্ধে ড্রিম জার্নি অনুষ্ঠান

ঝিনাইদহে বাল্যবিয়ে বন্ধে ও কিশোরীদের ক্ষমতায়ন ও নাগরিক সমাজের সদস্যদের সচেতন করতে ড্রিম জার্নি অনুষ্ঠিত হয়েছে।সোমবার (১২ অক্টোবর) দুপুরে সদর উপজেলার হলিধানী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সার্ভিস এন্ড ভিশন এডিফাই (সেভ)। এমপাওয়ারিং অ্যাডোলেসেন্ট গার্লস অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি মেম্বারস টু এন্ড চাইল্ড ম্যারেজ (গার্লপাওয়ার) এর আওতায় এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিপা রানী সরকার, সিভিল সার্জন ডা: কামরুজ্জামান, সহকারী পুলিশ সুপার ইসফাকুল কবির সরকার, হলিধানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সেভ’র নির্বাহী পরিচালক আয়শা সিদ্দিকা আশা। অনুষ্ঠানে বাল্যবিয়ের কুফল, কিশোরীদের অধিকার, শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
আয়োজকরা জানান, কিশোরীদের নিজেদের স্বপ্ন পূরণে উৎসাহিত করা এবং বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে পরিবার ও সমাজের মানুষকে সচেতন করাই এ অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে কিশোরীদের শিক্ষা অব্যাহত রাখা, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি হবে বলে আশা করেন তারা।

বাল্য বিয়ে পড়িয়ে কাবিননামা না দেওয়ার পায়তারা

দামুড়হুদায় বহুল আলোচিত কুতুব কাজী মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে জয়রামপুর গ্রামের মাঠ পাড়ার আহার আলীর নাতনী সানজিদা খাতুন (১৫) ৭ম শ্রেণীর ছাত্রীর সাথে একই গ্রামের জয়রামপুর মাঠপাড়ার ডালুর ছেলে স্বাধীন(২০) সাথে ২ লক্ষ টাকা দেনমহরে বাল্য বিবাহ দেন। গত

তারা অভিযোগ করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কুষ্টিয়ায় বিবাহবার্ষিকীর সাজে বাল্যবিয়ে, মহিলা বিষয়ক কর্মকতার থাবা

বাল্যবিয়ের আয়োজন করে বিবাহবার্ষিকী বলে প্রচারণা চালিয়েও পার পায়নি কণের বাবা। শুক্রবার এ বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা ছিলো।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জিয়ারখী ইউনিয়নের গোপালপুর এলাকার মিজানুর রহমান তার ১৩ বছর বয়সী মেয়ের বিয়ের আয়োজন করেন।

কিন্তু বাঁধ সাধে উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদফতর ও কিশোর কিশোরী ক্লাব এবং তারুণ্য ৭১ নামের সংগঠন। তাৎক্ষণিক মহিলা বিষয়ক অফিসার মর্জিনা খাতুনের হস্তক্ষেপে তা আর হয়নি। মুচলেকা দিয়ে রক্ষা পেয়েছেন মেয়ের বাবা।

পরে মুচলেকা দিয়ে ওই বিয়ে বন্ধ করতে হয় তাঁকে।

সদর উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার মর্জিনা খাতুন বলেন, ওই ব্যক্তি আইন লঙ্ঘন করে তাঁর স্কুলপড়ুয়া মেয়ের বিয়ে দিচ্ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি গিয়ে সেই বিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন। তবে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা পাননি বলেও দাবী করেন।

মর্জিনা খাতুন বলেন, ধুমধাম করে বাল্য বিয়ের আয়োজন করতেও কৌশল অবলম্বন করেন তারা। বিশাল প্যান্ডেল, স্টেজ করাসহ বিশালাকৃতির তোরণ (গেট) বানানো হয়। তবে ছলচাতুরী করে গেটের উপর বিবাহ বার্ষিকীর ব্যানার সাঁটিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে লেখা ছিলো ফারুক হোসেন ও নেহা ফেরদৌসী বৃষ্টির বিবাহ বার্ষিকী। প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানকে বিবাহ বার্ষিকী বলে প্রচারণা চালিয়েও পার পায়নি।

তবে এতোকিছুর পরেও ‘আইনগত জটিলতার কারণে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত

থেকে সরে আসার কথা মুচলেকায় উল্লেখ করেছেন মেয়ের বাবা।’

মুচলেকায় কণের বাবা মিজানুর রহমান লেখেন, এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমার মেয়ের বয়স ১৮বছর পুর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমার মেয়েক বিয়ে দিলে আইনগত যা শাস্তি হবে তাই মেনে নেবো।

মিজানুর রহমান জানান, ভুলবশত আমার মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজি হয়েছি কিন্তু উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার এই বাল্য বিয়ে বন্ধ করতে আমার বাড়িতে এসেছে তাই আমি আমার মেয়েকে আর বিয়ে দেবো না।

আলমডাঙ্গায় দলিত সম্প্রদায়ের বাড়িতে মুসলিম বাল্য বিয়ের আয়োজন

আলমডাঙ্গার কেশবপুর গ্রামে একটি বাল্য বিয়েকে কেন্দ্র করে গ্রামটিতে রীতিমত হৈচৈ পড়েছে। বাল্য বিয়ে ঢাকতে গ্রামের একটি দলিতের (মুচির) বাড়িতে গিয়ে বিয়ে পড়ানোর কারণে বিয়ের কাজিকে মাওলানা ডেকে তওবা পড়ানো হয়। আবার নতুন করে একই পাত্র-পাত্রীর বিয়ের আয়োজনও করা হয়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার কশেবপুর গ্রামের হানেফ আলীর অষ্টম শ্রেণিতে পড়য়া ছেলের সাথে একই গ্রামের বছির আলীর ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়ে বৃষ্টি খাতুনের বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়। কিন্ত দুই পরিবারের অভিভাবকরা বাল্য বিয়ে হওয়ায় বিয়ে দিতে ভয় পেতে থাকেন। এই দুই অভিভাবকের ভয় কাটাতে এগিয়ে আসেন গ্রামেরই দুই কথিত মাতবর সেলিম ও মুঞ্জিল। তারা অভিভাবকদের অভয় দেন।

দুইপক্ষ গ্রামের কথিত দুই মাতবরের অভয় পেয়ে বিয়ে দিতে রাজি হন। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা গোপন করতে ৪ নভেম্বর রাতে গ্রামের অশ্বিন মুচির বাড়িতে বিয়ের এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিয়ে পড়াতে ডাকা হয় গ্রামের জামে মসজিদের ইমাম আব্দুর রহমানকে। এরপর যথারীতি দুই নাবালক-নাবালিকার মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়।

এরপর রাত পেরিয়ে সকাল হতেই এক কান দুই কান করতে করতে মুচির বাড়িতে বিয়ে পড়ানোর ঘটনা গ্রামভর জানাজানি হয়ে যায়। এতে গ্রামবাসির মধ্যে তীব্র সমালোচনার ঝড় ওঠে। সমালোচনার ঝড় থামাতে আবারও দৃশ্যপটে হাজির হন কথিত সেই দুই মাতবর সেলিম ও মুঞ্জিল। তারা অন্য মাওলানার কাছে এর মাশালা চান। মাওলানা মসজিদের ইমামকে তওবা পড়ানোর মাশালা দেন।

এরপর এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মাওলানা ডেকে বিয়ে পড়ানো মসিজদের ইমাম আব্দুর রহমানকে তওবা পড়ানো হয়। এভাবেই ওই বাল্য বিয়েকে জায়েজ করার যাবতিয় কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করা হয়।

কিন্তু গ্রামের কিছু লোক এতেও ঘোর আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, অবৈধ এইসব বিয়ে পড়ানো বন্ধ করা উচিৎ। তারা অনুষ্ঠিত এই ধরনের একাধিক বাল্য বিয়ের জন্য গ্রামের সেলিম ও মুঞ্জিলকে দায়ি করে বলেছেন, এই দুইজন গ্রামেও বাল্য বিয়েতে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। কখনও কখনও গ্রামের বাইরে থেকে এসেও এই দুইজনের শেল্টারে বিয়ে পড়িয়ে নিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে কথিত মাতবর মুঞ্জিল বলেন, সে এইসবের ভেতরে জড়িত নন। গ্রামের মাতবররা অশ্বিন মুচির বাড়িতে বিয়ে পড়িয়েছে এবং কাজিকে মাওলানা ডেকে তওবা পড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। গ্রামের মাতবর কে জানতে চাইলে তিনি জানান, সেলিমের সাথে কথা বলিয়ে দিবেন।

ভেড়ামারায় বাল্যবিয়ে আয়োজনের দায়ে কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় বাল্যবিয়ে আয়োজনের দায়ে কণের দাদা মোতালিব মন্ডলকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে কনের চাচাতো ভাই রায়হান কে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে ভেড়ামারা পৌরসভার ফারাকপুর ২ নং ওয়ার্ডে আবুল কালাম আজাদ’র বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সোহেল মারুফ।



তিনি জানান, বাল্যবিবাহ হচ্ছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে ভেড়ামারা থানা পুলিশকে সাথে নিয়ে ভেড়ামারা পৌরসভার ফারাকপুর ২ নং ওয়ার্ডে

আবুল কালাম আজাদ’র বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এসময় কণের আঠারো বছর পূর্ণ না হওয়ায় বাল্য বিবাহের আয়োজন করার দায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ মোতাবেক কণের দাদা মোতালিব মন্ডলকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান এবং কনেকে বাড়িতে রাখা ও বিয়েতে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করার দায়ে একই আইনে কনের চাচাতো ভাই রায়হান কে একই ধারা মোতাবেক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

রাতের আধারে অহরহ ঘটছে বাল্যবিয়ে

বাল্য বিয়ে মুক্ত জেলা ঘোষণার চার বছর হতে চললেও মেহেরপুরের গ্রাম গুলোতে বেড়েছে বাল্য বিয়ে। বাল্য বিয়ে সমপন্ন করতে অভিভাবকরা অবলম্বন করছে অভিনব কৌশল। বাল্য বিয়ের তালিকায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের সংখ্যায় বেশি। নাম মাত্র মাওলানা দিয়ে এই বিয়ের কাজ সেরে ফেলছে মেয়ের স্বজনরা। কখনো কখনো মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও বিয়ে হয়ে যাচ্ছে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের।

২০১৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচীব শফিউল আজম মেহেরপুর ষ্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত এক সমাবেসে মেহেরপুর জেলা কে বাল্য বিয়ে মুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা দেন। তৎকালীন জেলঅ প্রশাসক শফিকুল ইসলামের নিরন্তর প্রচেষ্টায় ঐ সময় বাল্য বিয়ে শূন্যের কোঠায় নেমে এসে ছিলো। কিন্তু বর্তমানে প্রশাসনের চোঁখ ফাকি দিয়ে কিছু অসাধু ঘটক ও কাজী রেজিষ্ট্রেশন ছাড়াই এ সকল বিয়ে হয়ে কার্য সম্পন্ন করছেন বলে বিভিন্ন ম্ধ্যমে জানা গেছে। বাল্য বিয়ে দেওয়ার দায়ে প্রশাসনের উদ্যোগে জেল-জরিমানা করা হলেও কোন ভাবেই থামছে না এই অপরাধ।

বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখা যায় গত বছর ও চলতি বছরেই বেশ কয়েক জায়গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাধ্যমে বাল্য বিয়ে দেওয়ার অভিযোগে অর্থদন্ড ও কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ২০১৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর সদর উপজেলার আমঝুপিতে বাল্য বিয়ের দায়ে বরের ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

একই মাসের ২৮ তারিখে গাংনীর রামকৃষ্ণপুর গ্রামে বর ও বরের পিতাকে অর্থ দন্ড দেওয়া হয়। গাংনী উপজেলার চানপুর গ্রামে অভিনব কায়দায় বাল্য বিয়ের খপ্পরে পড়ে একুল ওকুল দুই কুলই হারিয়েছে ৮ম শ্রেণীতে পড়ুয়া এক মেয়ে। চলতি বছরের ২১ জানুয়ারি বাল্য বিয়ের দায়ে কনের দাদা ও হুজুরের অর্থদন্ড করা হয়। বল্য বিয়ে প্রতিরোধে প্রশাসনকে কঠোর ভূমিকা পালন করতে দেখা গেলেও রাতের আধারে অহরহ হয়ে যাচ্ছে বাল্য বিয়ে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, ৮ম থেকে এসএসসি পর্যন্ত অনেক মেয়ে বিবাহিত। আবার কারও হাতে আংটি পরানো আছে বিয়ে হবে বলে।
দারিদ্ররতা, জেএসসি, এসএসসি ফেল ও অসৎ সঙ্গে বিভিন্ন অপকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়া ইত্যাদি কারনে বাল্য বিয়ে বেশি হচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার সর্তে বেশ কয়েকজন বিবাহিত শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, অনেকটা বাধ্য হয়েই তাদের বিয়ের পিড়িতে বসতে হয়েছে। ভালো ছেলে আর পাওয়া যাবে না, বিয়ের পরও পড়া শুনা করা যায় এমন নানা কথা বলে আমাদের রাজি করানো হয়েছে।

শোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী দু- এক বছর সংসার করে ডিভোর্স হয়ে পূনরাই স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক মাহাবুব রহমান জানান, অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে হলে অনেক ক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে বোঝাপাড়া খুব বেশি মধুর হয়না। কয়েক মাস আবেগের সাথে সংসার করে পরবর্তিতে আর ভালো লাগে না। ফলে অকালেই তাদের ডির্ভোসের মত সিদ্ধান্ত বেছে নিতে হয়। আমরা প্রাতিষ্ঠানিক ও আমি ব্যাক্তিগত ভাবেও বাল্য বিয়ের তীব্র প্রতিবাদ করি। কিন্তু তারপরও আমাদের অজান্তেই অনেক বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

সীমান্ত বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ বলেন, বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করছি কিন্তু পেরে উঠছি না। কথাটা বলতে খারাপ লাগলেও সত্য, অনেক নাবালিকা বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে যারা নিজের ভালো মন্দ কিছুই বোঝে না। আমরা অভিভাবক সমাবেশে বাল্য বিয়ের কথাটা জোর দিয়ে বলি তাতেও কোন লাভ হয় না।

বেশ কয়েকজন অভিভাবক জানান, বাল্য বিয়ে অপরাধ আমরা জানি। কিন্তু বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে মেয়ের উপর আমাদের ভরসা কমে গেছে।

তারা বিভিন্ন অসৎ সঙ্গে অপ্রাপ্ত বয়সে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। নিজেদের মান সম্মানের কথা ভেবে ভালো কোন ছেলে পাওয়া গেলে বয়সের দিকে না তাকিয়ে বিয়ে দিয়ে দিই।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি বলেন, যে বাল্য বিয়ে গুলো হচ্ছে সে গুলো অতি গোপনে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাল্য বিয়ে বন্ধে অভিযান চলমান রয়েছে।

মেপ্র/ইএম

মেহেরপুরের হরিরামপুরে শিশু বিবাহ ও পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিশু বিবাহ ও পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে কমিউনিটির ভূমিকা শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০টার দিকে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক ও জেলা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরাম যৌথভাবে এই সভার আয়োজন করে।

হরিরামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আমিরুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ মাইনউদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বুড়িপোতা ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ শাহজামান।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন মউক এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন হরিরামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আনাজ আলী, মোঃ শহিদুল ইসলাম (মাষ্টার), ওয়ার্র্ড আওয়মীলীগ সভাপতি আব্বাছ উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা জোয়াদ আলী, ইউপি সদস্য সানোয়ার হোসেন।

সভায় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির সামনে সমাবেত দু’শতাধিক অভিভাবক তাদের সন্তানদের শিশু বিবাহ না দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মানবাধিকার কর্মী সাদ আহাম্মদ।

-নিজস্ব প্রতিনিধি